সমকাল

তারিখ 03 JAN 2018
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

টাকা নিয়ে বিনামূল্যের বই বিতরণের অভিযোগ

■ সমকাল ডেস্ক

সরকার সারাদেশে বিনামূল্যে বই বিতরণ করেছে। অথচ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুর, পটুয়াখালীর গলাচিপা, নওগাঁর মান্দা ও নাটোরের নলডাঙ্গার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষকরা টাকা নিয়ে বই বিতরণ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

বাঞ্ছারামপুর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) : বাঞ্ছারামপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে বই উৎসবের দিনে নতুন বই বিতরণের সময় প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। শুক্রবার বই উৎসবের দিনে বই বিতরণের সময় এ ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় অভিভাবকদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কতিপয় প্রধান শিক্ষক পরিবহন খরচ ও শিক্ষার্থীদের ছবি তোলার কথা বলে তাদের কাছ থেকে এ টাকা আদায় করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বাঞ্ছারামপুর গলাচিপা মান্দা ও নলডাঙ্গা

গকুলনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র রিফাতের নানি শিরিনা বেগম জানান, তার নাতি নতুন বই আনতে হেডস্যারকে ৫০ টাকা দিতে হয়েছে। গকুলনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক খুরশিদা বেগম জানান, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ছবির জন্য ৫০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। বইয়ের জন্য কারও কাছ থেকে কোনো টাকা নেওয়া হচ্ছে না।

ফরদাবাদ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নুরে আলম ছিদ্দিক জানান, বই বিতরণের সময় তিন কপি ছবি তুলতে হয় ছাত্রছাত্রীদের। এ কারণে টাকা নিতে হচ্ছে। টাকা নেওয়ার বিষয়ে চিঠি দিয়েছেন টিইও ম্যাডাম। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ফাতেমা নাসরিন জানান, টাকা নেওয়ার কথা তিনি বলেননি। নতুন বই বিতরণের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনো টাকা নেওয়ার বিধান নেই। যদি কেউ নিয়ে থাকে সত্যতা পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শুভ্রত কুমার ভৌমিক জানান, টাকার বিনিময়ে বই বিতরণের সত্যতা পেলে অবশ্যই তার ব্যাপারে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গলাচিপা (পটুয়াখালী) : শুক্রবার সারাদেশে বই উৎসবের দিনে বিনামূল্যের বই বিতরণে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। কল্যাণকলস বিআর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফকরুল আলমের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ উঠেছে। অভিভাবকদের অভিযোগ, বই নেওয়ার সময় ছাত্রপ্রতি ২০ থেকে ৩০ টাকা নেওয়া হয়েছে। টাকা না দিলে ছাত্রছাত্রীদের বই দেওয়া হয়নি। পরে অভিভাবকদের চাপের মুখে টাকা ছাড়াও কিছু ছাত্রছাত্রীর মাঝে বই বিতরণ করা হয়। ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফকরুল আলম বই বিতরণে টাকা নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের ছবি তোলার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে।

মান্দা (নওগাঁ) : মান্দায় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিতরণের অভিযোগ উঠেছে। টাকা দিতে না পারায় অনেক শিক্ষার্থীকে বই দেওয়া হয়নি। খালি হাতে বাড়ি ফিরতে হয়েছে তাদের। এ নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবক মহলে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মান্দা এসসি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকসহ কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ করেন অভিভাবকরা। শুক্রবার বই উৎসবের দিনে মান্দা এসসি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ১০০ টাকা করে নিয়ে পাঠ্যবই দেওয়া হয়। শনিবারও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে একই হারে টাকা নিয়ে বই দেওয়া হয়েছে। যেসব শিক্ষার্থী টাকা দিতে পারেননি, তাদের বই দেওয়া হয়নি। শিক্ষার্থী শাকিল হোসেন, রাজু হোসেন, মমতা আক্তার, রবিউল ইসলাম, হুমায়ন কবির, সাবিনা খাতুন ও লাকি আক্তার জানায়, মান্দা এসসি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জেএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে তারা নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়। একই প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থী রাব্বেয়া আক্তার ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে সপ্তম, সামসুজ্জোহা ও নাসিরুল ইসলাম সপ্তম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উঠে। এসব শিক্ষার্থীর অভিযোগ, নতুন পাঠ্যবই দেওয়ার জন্য তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক ১০০ টাকা করে আদায় করেছেন শিক্ষকরা।

নাটোর : নলডাঙ্গা উপজেলার সরকুতিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজে বই বিতরণ উৎসব হয়নি। শুক্রবার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা নতুন বই পাওয়ার আশায় সমবেত হলেও প্রধান শিক্ষকসহ স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতির সদিচ্ছার অভাবে বই বিতরণ বন্ধ ছিল। এ ঘটনায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। পরে জনরোষ ঠেকাতে প্রধান শিক্ষক ও অফিস সহকারী দায়সারাভাবে শুক্রবার দুপুর দেড়টার সময় মাত্র চার শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন। তবে বই উৎসবের একদিন পর শনিবার সব শিক্ষার্থীর মাঝে বই সরবরাহ করা হয়েছে। এলাকাবাসী, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিযোগ, বই সরবরাহের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে টাকা দাবি করা হয়। অভিভাবক আক্রাম হোসেন ও শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলাম জানান, সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণ করলেও সরকুতিয়া স্কুলে প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৫০ টাকা করে চাওয়া হয়। শিক্ষার্থীরা টাকা না দেওয়ায় স্কুল কর্তৃপক্ষ বই বিতরণ বন্ধ রাখে।